গীতি-কবিতা।

শ্রীভবানীচরণ ঘোষ

প্রণীত।

কলিকাতা

পটলডাঙ্গা ৪৫ বেণেটোলা লেন সাম্য যন্ত্রে,

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৮৬।

মূল্য ।৵০ আনা মাত্র

গীতি-কবিতা।

শ্রীভবানীচরণ ঘোষ
প্রণীত।

কলিকাতা

পটলডাঙ্গা ৪৫ বেনেটোলা লেন, সাম্য যন্ত্রে,
শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৮৬।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকে প্রথমসন্নিবিষ্ট কবিতাদ্বয় একাদশ বর্ষ অতীত হইল তৎসাময়িক মাসিক পত্রিকা "বাঙ্গালি"তে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। এ সংস্করণে দ্বিতীয়টীর নাম এবং দুই একটী শব্দ পরিবর্তন ভিন্ন আর কোন ব্যতিক্রম সংঘটিত হয় নাই।

আমি একান্ত কৃতজ্ঞচিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, সন্তোষ নিবাসিনী সুপ্রসিদ্ধা ভূম্যধিকারিণী শ্রীশ্রীমতী বিন্দুবাসিনী চৌধুরাণী মহাশয়া পুস্তকের এই সংস্করণের সমগ্র ব্যয় সঙ্কুলন করিয়া আমাকে নিতান্ত অনুগৃহীত করিয়াছেন। তাঁহার এই উদার অনুগ্রহে আমি চিরবাধিত হইয়াছি।

কলিকাতা,
জরিপের লেন,
বৈশাখ, ১২৯৩। } শ্রীভবানীচরণ ঘোষ।

সূচীপত্র।

গীতি-কবিতা।

শ্রীপঞ্চমী।

প্রভাত বজনী, বিগত তিমিব।
হেমকর জালে বঞ্জিয়ে শরীর,
উদিত পূরবে তরুণ মিহির, আবক্ত হাসি।
সুবর্ণ তরঙ্গ বহি'ছে আকাশে,
স্বর্ণবীচিমালা খেলি'ছে সবসে,
সুবর্ণ সলিল পাদপশিরসে রয়েছে ভাসি।'

২

মৃদু মৃদু, মরি, নীরব গমনে,
ফুলমধু বহি' সুচারু গগনে,
রাখিল সরা'য়ে উষাসমীরণে মেঘের দলে।
একি, মরি, হেরি,—অপূর্ব্ব দর্শন,
সুবর্ণ নীরদে করি' বিদারণ
হাসিল স্বরগ সুনীল বরণ, মেঘ অন্তরালে!

৩

সঙ্গে ল'য়ে কত শত রূপবতী,
শারদা-কৌমুদী-প্রতিভা যুবতী,
দেখা দিলা সতী, শ্বেতপ্রভাবতী, সুশ্বেত ভূজে।
স্বর্ণবীণা, মরি, শোভে করতল,
অধরে মধুর হাসি নিরমল,
প্রবালে যেমতি স্ফুট পুষ্পদল মোহন সাজে।

৪

চরণ-কমল-পরিমল লোভে
সহস্র ভ্রমর, প্রমত্ত সৌরভে,
গুণ গুণ, মরি, সুমধুর রবে, বেগেতে ধায়।
হেরি' শোভাময় সে বিধুবদন,
নীরবে গগনে যত তারাগণ
ল'য়ে নবঘন চারু-আবরণ, ঢেকেছে কায়!

৫

কহিলা সুন্দরী, সম্বোধি'সকলে,—
"আজি মম গতি হইবে ভূতলে,
ডাকগো বসন্ত, মলয়, কোকিলে", মধুর স্বরে,
"আজি যেন তা'রা নবদল পাতে,
সুগন্ধ নন্দন-কানন-বাসেতে,
সুখদ করিয়া সাজায় জগতে আমার তরে

৬

অমনি যেমন তান-সংযোজনে,
নাচিয়া উঠিলা সুরবালাগণে
বীণার সুরবে মজাইয়া মনে, অধরে হাসি,
শরীর প্রতিভা হইতে তখনি
ছুটিল অম্বরে শত সৌদামিনী।
দেখিলা চাহিয়ে বিস্ময়ে ধরণী সে রূপরাশি।

৭

স্বর্ণ পাটিকেল, আরক্ত বরণ,
নীরদ রচিল সোপান শোভন;
ঝলকি' বিজুলী সহস্র রতন শোভিল তা'য়।
সুরবালাদল নয়ন ইঙ্গিতে,
মনকুতূহলে লাগিলা নাচিতে,
ধাঁধিল নয়ন, না পারি দেখিতে, রূপপ্রভায়।

৮

পশ্চাতে, আপনি পূর্ণেন্দু সুন্দরী,
ঢালিয়ে মধুর সঙ্গীতলহরী
জগতের চিত্ত মোহিত করি,' নামিলা হাসি'
প্রতি পদক্ষেপে কনক কমল,
বহিল সতীর চারু পদতল,
চারি দিকে শত পারিজাতদল পড়িল খসি'।

৯

অমনি চৌদিকে নেহারি নিমিষে,
চারি দিকে, মরি, ঋতুরাজ হাসে ;
মলয় বহি'ছে মানসবিলাসে, নীরব গতি ;
রসালমুকুলে শোভিল মঞ্জরী ;
পরিলা মস্তকে চাঁপা সুকুমারী
কুসুম, তাহ'তে ছুটিল সিহরি' রজত দ্যুতি।

১০

ফুটিল কুসুম বিজন কাননে ;
ছুটিল সৌরভ সমস্ত ভুবনে ;
মাতিল ভ্রমর মধু আহরণে প্রফুল্ল ফুলে।
থাকি' পঞ্চ ঋতু, মরি, দূরদেশে,
পিক মধুস্বরে, মোহিল মানসে ;
নাচিল হরিণী মনের হরষে নির্ঝরকূলে।

১১

প্রতি ফুলবনে ধ্বনিল অমনি,
"বউ কথা কও," মধুর গাহনি ;
প্রতি যুবাহৃদে পশিল অমনি প্রভাব তা'র।
রঙ্গে বঙ্গে যত যুবতীরতন
পরিল "বসন্তবাহার" বসন ;
কমকণ্ঠে, মরি, শোভিল মোহন কুসুমহার।

১২

হায় রে, সে জন কবি চূড়ামণি,
সৃজিল যে জন, ভুবনমোহিনি.
তোমায়, হে সতি, রমণীরূপিণী করিবা ভবে।
নেহারি' হায় রে ও কম-আনন,
কে আছে, না ভুলে, যার প্রাণ মন ,
কে না পূজে, মরি, ও চারু চরণ, ভকতি ভাবে ?

১৩

কবি নহি, হায়, সাজাতেম, আজ,
হৃদয়মন্দির, যেখানে বিরাজ
করিবে, ত্যজিয়ে সুরেন্দ্র সমাজ, দুখীর ঘরে।
আপনি কল্পনা, স্থপতি সুন্দরী,
লুঠিয়া অলকা, ত্রিদিবনগরী,
রচিত হৃদয়ে স্বর্ণপ্রভা পুরী তোমার তরে।

১৪

শত ইন্দু আসি' রাজিত অম্বরে,
সহস্র সুন্দর তারকানিকরে .
বর্ষিত সহস্র প্রাসাদশিখরে, কৌমুদী রাশি।
উচ্চ গৃহচূড়ে, রজতধবল,
সুবর্ণকলসে শোভিত কমল ,
বৈজয়ন্তীরাজী, তড়িত চঞ্চল, থাকিত ভাসি'।

১৫

শত স্বর্ণস্তম্ভ শিখরপ্রদেশে
বিজুলী বিভাতি চন্দ্রাতপ হাসে,
সুবর্ণপ্রতিভা বায়ুস্রোতে ভাসে, ভ্রান্তিবিলাস।
মরকতময় সিংহাসনোপরি,
স্থিরসৌদামিনী-লাবণ্য নিঃসরি'
বসিতে, সুরমে, কবিকুলেশ্বরি, পূরিত আশ।

১৬

কালিন্দীসলিলে চন্দ্রমাবিলাস,
নবীন নীরদে বিজুলী বিকাশ;
সুনীল কুন্তলে কুসুম সুবাস, পাইত শোভা।
বসন্ত আগমে মুকুলিতা, মরি,
বাহুলতাযুগে লাবণ্যলহরী,
উছলি' পড়িত রূপের মাধুরী, কৌমুদীপ্রভা!

১৭

বাজিত বাদিত্রে বসন্তরাগিণী,
গাইত অপ্সরা গীতি বিমোহিনী;
শত সুমধুর নূপুরশিঞ্জিনী মিশিত তা'য়।
মন প্রাণ, মরি, করি' বিমোহিত,
নন্দনকানন-সৌরভপূরিত,
মৃদু মৃদু মৃদু মধুর বহিত, মলয় বায়।

১৮

এস বঙ্গবালা—যুবতী, বালিকা,
প্রফুল্ল কমল, কুসুমকলিকা,
হাসি' শশীমুখে, সদা হাসিমাখা, দেখগো আসি,'—
জিনি চন্দ্রকান্তি রূপের মাধুরী,
জিনিয়া কৌমুদী উজলিবে, মরি,
আজি তব হৃদি অন্ধকার পুরী, নিমিষে হাসি'।

১৯

দেও বামাদলে, নিজে তুমি বামা,
বিদ্যার গৌরব, জ্ঞানের গরিমা,
খনা, লীলা, পুনঃ লভে যেন, বমা, ভারতভূমি।
বিকাশি' বিদ্যার বিমল কিরণ,
জাগাও ভারত জড় প্রাণ, মন,
চির জ্যো'স্নাময় কবির জীবনকৌমুদী তুমি!

তুমি কে ?

১

কালিডোনিয়ার, কিহে, তুমি অলঙ্কার,
বানকবরণ রণে বীর অবতার ?
যুঝিলা কি তুমি তথা মানবের বেশে ?
উজলি' নিশিব ঘোর প্রগাঢ় আঁধার,
উগরে এটনা যথা পাবক আকার
দ্রবতপ্ত ধাতু পিণ্ড অনন্ত আকাশে,
গভীর জীমূতমন্দ্রে কাঁপা'য়ে মেদিনী,
ছুটিল অম্বর পথে উল্কাপিণ্ড জিনি,'
আগ্নেয় গোলক, ছাড়ি' তোপ মুখদেশে।
ভাঙ্গিল পর্ব্বত শৃঙ্গ প্রচণ্ড আঘাতে ,
নতোশিরঃমহীরুহ পড়িল ভূমিতে ,
পলাইল প্রতিদ্বন্দী প্রাণের তরাসে ।
জয় স্বটলণ্ড রবে, শত জয়ভেরী যবে,
বাজিল বিজয়ানন্দে গভীর নির্ঘোষে ।

২

সৌদামিনী সমুজ্জ্বলা জিনি কাদম্বিনী,
কাটিয়া অলকাবলী, সিঁথি সুশোভিনী,
কার্ম্মুক বন্ধনবজ্জু, উন্মত্তা যুবতী,—
অথবা উল্লাসে ছিঁড়ি,' স্বর্ণ কণ্ঠহার,
জলন্ত অনলে দ্রবি' হেম-অলঙ্কার,
বীরপ্রসবিনী, মরি, রণরঙ্গে মাতি,'
পাঠাইলা আয়োজন বিপুল উদ্যমে;
নিজে তুমি মূর্ত্তিমতী, যবন-সংগ্রামে,
স্থানেশ্বরে পৃথ্বুবাহু, হিন্দুকুলজ্যোতি,
যবন তাড়নে, মরি, সবে পলাইলে,
দেখাইলা ভূমণ্ডলে নিজ বীর্য্যবলে,
বাজায়ে বিজয় ডঙ্কা যবে মহারথী—
অনল স্ফুলিঙ্গ, মরি, গভীর গর্জ্জন করি,
দ্বিগুণ প্রতাপে জ্বলে ভুবন বিভাতি'।

৩

তুমি কেহে নবদ্বীপ অন্তঃপুর দ্বারে,
রমণী অঞ্চল ধরি, কাঁপ থরথরে,
কালামুখ, ভীরু, বৃদ্ধ রাজকুলাঙ্গার?
করেছে উচ্ছিষ্ট রাশি; বাক্‌শক্তিহীন;
গাঢ় অমা অন্ধকার বদন মলিন;
নিশ্বাসে প্রবল বায়ু, নয়নে আসার!

কে তুমি গঙ্গার এই গভীর উরসে,
তরি যোগে পলাই'ছ ঘন উর্দ্ধশ্বাসে,
চাহিয়ে পশ্চাৎ পানে তিলে শত বার?
একি ঘোর কোলাহল তোরণ দুয়ারে?
গরজে কি কাল মেঘ প্রলয় সঞ্চারে?
করি'ছে যবন কাল পুরী অধিকার।
হে গঙ্গে বঙ্গ জননি, গ্রাস আজি ও তরণী,
কাপুরুষ নরাধম হউক সংহার।

৪

কে তুমি জ্যোৎস্নারূপিণী, কুসুমকোমলা,
অশ্রু আঁখি বিধুমুখী, লাবণ্য উজলা,
অঞ্চলে নয়ন মুছি' যেতেছে রমণী?
অকালে কেনরে হেরি গ্রহণ উদয়?
দশ দিক অন্ধকার—ভূকম্প—প্রলয়?
গ্রাসিল কি রাহু স্বর্গ, পাতাল, ধরণী?
মহাভয়ে ভীত আত্মা কান্দে কি কারণ?
সহসা নয়নে নীর কেন বরিষণ?
কি দারুণ অমঙ্গল ঘটিবে এখনি?
চিনিয়াছি হায়, মাতঃ, বঙ্গলক্ষ্মী তুমি,
যেতেছ ছাড়িয়ে আজি চির প্রিয়ভূমি।
দাঁড়াও—যেওনা মাতঃ—হইবে রজনী;

উজল চাঁদিনী নিশি, অস্তমিতে তুমি শশী,
নিবিড় তিমির আসি,' গ্রাসিবে ধরণী।

৫

হা——তুমি প্রচণ্ড রবি, কেন সে সময়,
লইয়ে সমগ্র সৌর জগত নিলয়,
ভাঙ্গিয়ে প'লেনা হায় বঙ্গের উরসে?
হিমালয় শৃঙ্গ কেন প্রলয়ের ঝড়ে,
উপাড়ি' প'লনা বঙ্গ কম কলেবরে?
হে গঙ্গে, গরাসি' কেন না ফেলিলে দেশে?
শুনেছি সাগর গর্ভে অতল অথাত,
বালুকণা, পরিমাণে করে গর্ভসাৎ,
ব্যাদনি' বিপুল মুখ বিশাল গরাসে,
সমগ্র বঙ্গের ভূমি কেন এক বারে,
রাখিলনা নিয়ে তার উদর গহ্বরে,
তবে কি বে অধীনতা পশে বঙ্গদেশে?
মর্কট বানর পশি, ছিড়িয়ে সুখের শশী
ফেলি' দিল দূরদেশে নিমেষ প্রয়াসে।

৬

কে তুমি জানিনা আমি হীন বঙ্গবাসী;
দেখিনি তোমায় কভু ভূমণ্ডলে আসি';
জন্মাবধি, হায়, বদ্ধ লৌহের শৃঙ্খলে।

দুরন্ত হর্য্যক্ষ হ'লে মনুষ্যের দাস,
নিবিড় বিজন বনে সুখের বিলাস,
স্বজাতি মহত্ত্ব, হায়, সব যায় ভুলে।
কিন্তু রে শুনেছি, হায়, শৃগালপোষিত,
সিংহ শিশু স্বাভাবিক গরবে গর্জ্জিত,
কদাপি অসহ্যতম অপমান হলে,
কিন্তু বিপরীত, তুই, অধম লক্ষ্মণ,
বীরেন্দ্র কেশরী কুলে, শৃগাল—নন্দন।
খিলিজীর অপমান গেলি তুই ভুলে।
কলসী বান্ধিয়ে গলে, কেন গঙ্গা পূতজলে
কাপুরুষ দেহ তোর না স'পিলি হেলে।

৭

হায়, আমি মূঢ়মতি, মানব নয়নে,
নিরখি প্রখর বীর্য্য প্রচণ্ড তপনে,
অথবা দাঁড়া'য়ে উচ্চ পর্ব্বত শিখরে,
নিরখি অনন্ত বারি, বিক্রমে অতুল,
সাগর; পর্ব্বত সম তরঙ্গ সঙ্কুল,
সহেনা নয়নে জ্যোতি, সাগর, অন্তরে।
নিরখি কাঞ্চনময় পুরী মনোহর;
কোমল কাঞ্চনময় কুসুম সুন্দর,
বসন্তে গাই'ছে পাখী বিলাস বিভোরে,

সুধার প্রবাহ বহে পুরীপদমূলে,
মানসসরসপদ্ম ফোটে কুতূহলে,
"স্বাধীনতা" হৈম দ্বারে লেখা স্বর্ণাক্ষরে,
পশিতে ব্যাকুল মন, সুধুমাত্র দরশন,
নহেরে বিধির বাঞ্ছা প্রবেশি ভিতরে!

অপ্সরীর মর্ত্ত্য দর্শন।

এক দিন রমা মেনকা অপ্সরী,
স্বর্গের সুবেশে সাজিয়া, সুন্দরী,
নীরবে ত্যজিয়া অমরানগরী,
আসিলা ত্রিদিব তোরণদ্বারে।
মধুর যামিনী; মনে অভিলাষ,
দেখিতে মরতে, মানবনিবাস,
কেমনে মানব করিছে বিলাস,
এমন সুন্দর সুখের কালে।

বসি'দিবানিশি এই সুরপুরে,
অবিচ্ছেদে জীব সুখ ভোগ করে,
বহুকালে, মনকুতূহলভরে,
অভিলাষ আজি হয়েছে তায়।

দেখিলা সুন্দরী, মলয়সঞ্চারে,
নবীন নীরদ এক ধীরে ধীরে,
রমণী অঞ্চল, যথা, নীলাম্বরে,
হেলিয়ে, দুলিয়ে, চলিয়ে যায়!

নয়ন ইঙ্গিতে ডাকিয়ে সকাশে,
বসিলা সুন্দরী নীরদপ্রদেশে ;
সৌরভপূরিত চাঁদিনী আকাশে
মৃদু মৃদু মেঘ চলিয়ে যায়!
শরীর প্রতিভা মেঘ প্রান্তভাগে
রঞ্জিল উজ্জ্বল দ্রবস্বর্ণরাগে,
উষার আকাশ, যথা, রবিরাগে.
কিম্বা, চন্দ্রলেখা মেঘের গায়!

ত্যজিয়ে অদূরে অমর আবাসে,
ভাসিল নীরদ অনন্ত আকাশে,
সরোবর নীরে, যথা, বঙ্গে ভাসে
কামিনীকুন্তলচ্যুত ফুলদল!
নীরব আকাশ, নীরব ধরণী,
চন্দ্রকরজালে বিধৌত মেদিনী,
অস্ফুট আগত দূরপিকধ্বনি,
উপনীত শেষে মরত স্থল।

অনিমেষ আঁখি, দেখিলা রূপসী,
সুপ্ত প্রকৃতির চারু রূপরাশি,—
ফুলমালামন্নী লতা ধীরে ধীরে
দোলাই'ছে দেহ মলয় সমীরে,
বনে, উপবনে, নগরে, প্রান্তরে,
সহস্র কুসুম ফুল্ল থরে থরে,
চলতরঙ্গিনী, পূর্ণিমা উচ্ছ্বাসে,
শত শশী ল'য়ে খল খল হাসে;
প্রশান্ত প্রকৃতি প্রফুল্লমুখী।
ভাবিলা সুন্দরী, কি দোষের তরে,
ধরার কুখ্যাতি অমর নগরে?
সেই বিধু হেথা বিতরে কিরণ;
সেই ত মলয় বহে অনুক্ষণ;
মন্দাকিনীলীলা হেরি তটিনীর।
এমন লাবণ্য যদি পৃথিবীর,
মানব কেন না হইবে সুখী?

দেখিলা সুন্দরী, প্রাসাদশিখরে,
যুবক যুবতী চাহি' পরস্পরে,
অজস্র নয়নসলিলআসারে
ভাসাই'ছে দেহ, নীরবে বসি'।

শূন্য নেত্রে চাহি' আকাশের পানে,
নীরবে নয়ন ফিরাইয়া আনে ;
নাহি যেন কিছু গগণ প্রাঙ্গনে,—
নাহি যেন তারা, কৌমুদী, শশী !
এ সুখ সর্ব্বরী , পূর্ণ শশী হাসে ,
এ সুখ বসন্ত ; এ নব বয়সে,
কিসের যাতনা, কি দুখের বশে,
প্রকৃতির সুখে নয়রে সুখী ?
শরত আগমে হৃদয় উদ্যানে
দেখেছিল এরা, প্রীতির নয়নে,
হাসিমাখা মুখ প্রথম প্রসূনে ;
বসন্তে কি হেতু এমন দুখী ?

কে বুঝে ধরায়, বিধির নিয়তি ?
জ্ঞানের অজ্ঞাত পৃথিবীর গতি !
সরস বসন্তে রসাল মঞ্জরী,
নিদয় বিধাতঃ, পড়ে গেছে ঝরি' !
অন্ধকার আজি হৃদয় উদ্যান ;
প্রবোধ মানে না অবোধ পরাণ ;—
তাই এরা দুখী সুখের কালে।
"কেঁদনা. দম্পতি," কহিলা সুন্দরী,
"বিধির নিয়তি চির শুভকরী।

যে কোরক, মরি, হৃদয় উদ্যানে
দেখেছিলে, তাহা বিধির বিধানে,
ফুটিবে স্বরগে, অমর নিবাসে ;
ধরার মলিন বায়ুর নিশ্বাসে,
ধরার প্রখর রবির কিরণে,
শুখাইয়ে যেত ; বুঝ নাহি মনে,—
সুখী নর, অন্ধ মায়ার জালে।"

মলয় প্রবাহে দোলা'য়ে শরীরে,
চলিলা সুন্দরী, অতি ধীরে ধীরে,
যেথানে নীরবে, গবাক্ষ দুয়ারে,
চাহি' আছে বামা প্রকৃতি পানে .
বামকরে রাখি' বাম গণ্ডস্থল,
নিয়ত ঝুরি'ছে নয়নের জল ,
নীহারজড়িত উষার কমল।
মুছি'ছে নয়ন আঁচলকোণে।

মরি, মরি, মরি, নবীনা রমণী,
এ সুখশয্যায় সেজেছে ধরণী,
বিমর্ষা, বিমনা,কেন একাকিনী
নিরখি তোমায়, এমন বেশে ?

এ হেন মাধুরী অতুল অমরে ;
ফুটিয়াছে যদি মানবের ঘরে,
কেন রে যতনে, পরম আদরে
রাখেনা মানব হৃদয় পাশে ?

নাহি মুখে বাক্য, অশক্য যাতনা,
জীবনে যাহার নাহিবে শান্তনা ;
গিরি সম চাপে, চিরকাল তরে,
হৃদি বিদলিত, হায়, যবে করে,
ফুঁপিয়ে, ফুঁপিয়ে, বিকল হৃদয়,
মরে চিরকাল, যাবত বিলয়
পঞ্চভূতে দেহ হবে না।
দৈব শক্তিবশে, হৃদয়শালিনী
ক্ষণ কালে, রমা, বুঝিলা তখনি,
কি দুঃসহ দুখে কাতর পরাণ,
এ সুখ নিশায় মুখ ম্রিয়মাণ ,
দুখের তরঙ্গে চিত্ত উদ্বেলিত ,
নয়নের নীরে বক্ষ প্রবাহিত ;
মুখে বাক্য, মরি, সরে না।

রমণীহৃদয়ে যবে প্রথম সময়
করয়ে প্রবেশলাভ সরল প্রণয়,

যে অতুল আমোদেতে, উছলে পরাণ,
কল্পনা পারে কি তার করিতে বাখান ?
বহুদিন পরে যথা, সুখের স্বপন
হৃদয়ে অপূর্ব্ব সুখ করে বিতরণ ;
. সুদূর উদ্যানে ফুল্ল কুসুমসৌরভে
বহি' মধু সমীরণ, ফুটায় নীরবে
হৃদয়ে প্রীতির ফুল, প্রণয় কামনা ,
মানসমোহিনী মূর্ত্তি সৃজয়ে কল্পনা।

কবিতা মোহিনী মায়া সৃজিত প্রণয় ,
কবিত্বামযী ললনা, বিমুগ্ধ পরাণ,
কবিতার চারুপক্ষ করিয়া আশ্রয়,
কল্পিত জগত পানে করে রে প্রয়াণ।

ভূত, ভবিষ্যত, সুখ, প্রেম, আশা, প্রীতি,
মিশিয়া একত্রে, মরি, আঁকয়ে নয়নে,
সুরঞ্জিত ইন্দ্রচাপ, সুন্দর মূরতি,
আশার উজ্জ্বল স্নিগ্ধ সোনার কিরণে।
উদ্ঘাটি' নীরবযত্নে হৃদি গৃহদ্বার,
সুখরাশি প্রবেশয়ে হৃদয় আগারে ;
সুরভি, সুধাংশুপ্রভ, অচিন্ত্য আকার,
মনোবৃত্তি ফুলরাজি ফুটে থরে থরে।

অমনি প্রমোদাবেশে ভুলি' পরিণাম,
প্রবল উচ্ছ্বাসে ঢালে দেহ, মন, প্রাণ ;
হৃদয়ের গুঢ়দেশে, মরি, সুরধাম
মানস অজ্ঞাতসারে, করে অবস্থান।

অভাগিনি, এই ভাব, যৌবন আগমে,
উন্মেষপ্রমুখ যবে সরল অন্তর,
পুষেছিলে, কিন্তু এবে, মরমে, মরমে,
বিপরীত ফলে চিত্ত নিয়ত জর্জ্জর।

ফুরায়েছে সুখ আশা, অলীক স্বপন,
নিষ্পেষিত সত্ত্যে, আজি, দারুণ অনল,
পুড়িতেছে প্রীতিকুল হৃদয় কাননে,
দুদিনে হৃদয় হবে থাক্ মরুস্থল।
বিশুষ্ক বদন-কান্তি তাইতে এখন,
অকালে বিধাতা কাল, হৃদি সরোবরে
ফুটেছিল যে কুসুম, করেছে ছেদন
কোমল মৃণাল তা'র, খর তরবারে।
বিশুষ্ক কমলকান্তি নেহারি নয়নে ;
নিরন্তর, কাল, তুই, পাষাণ হৃদয়,
আশার কণকলতা হৃদি কুঞ্জবনে
কাটি' কুচি কুচি তুই করিস নিদয়।

মিছার পরাণ, মিছার সংসার;
আমি যা'রতরে, সে নহে আমার;
দু'হাত পসারি' হৃদে টানি যা'রে,
পদাঘাতে দূর সে করে আমারে;
চিন্তি যার রূপ শয়নে, স্বপনে,
ভ্রমেতেও কভু সে না করে মনে,
     যদি কারো হয় এমন দশা,
না হ'লে পাষাণ তাহার হৃদয়,
নারীচিতে তাহা কখনো কি সয়?
ভাবুক যাহারা, বলুক বা বলে,
নিস্বার্থ প্রণয় নাই ধরাতলে!
উৎসর্গ করিয়া তনুপ্রাণমন,
অনাদর ইচ্ছা করে কোন জন?
     দিয়ে প্রতিদান সবার আশা।"

দোলাইয়া দেহলতা মলয় প্রবাহে,
চলিলা সুন্দরী, যথা, তুষানলে দহে
বঙ্গের বিধবা বধূ; গবাক্ষের দ্বারে
দাঁড়াইয়া দুখগীতি গায়ি'ছে কাতরে; —

ছিল একদিন, যবে, নিকুঞ্জ, প্রান্তর,
     তটিনী, ধরণী, মরি, সকল প্রকৃতি,

এ নয়ন নিরন্তর দেখিত সুন্দর,
তরুণঅরুণকরে রঞ্জিত মূরতি,
স্বপ্নে যথা সমুজ্জলা, সদা হাসে শশীকলা,
অমার তিমিরময়ী যামিনীর কালে!
যেখানে সেখানে যাই, কোথা না দেখিতে পাই,
সে লাবণ্য, সে মাধুরী, প্রকৃতির কোলে।

হাসি'ছে প্রকৃতি আজি হাসিত যেমন,
ফুটি'ছে কুসুমরাজি শত উপবনে;
কুঞ্জে, কুঞ্জে শুনি আজি বিহঙ্গকূজন;
সহস্র তারকা জলে সুনীল গগণে।
কিন্তুরে কি ইন্দ্রজালে, এ বিচিত্র ভূমণ্ডলে,
মায়ামুক্ত এ নয়ন না হেরে তেমন,
যে দিকে সে দিকে চাই, কোথা না দেখিতে পাই,
সে লাবণ্য, সে মাধুরী, নয়নরঞ্জন।
কুহকে মাখা'রে আঁখি, নিরন্তর যেন দেখি,
আনন্দকানন ধরা বিষাদ আঁধার।
যে দিকে সে দিকে চাই, সদাই দেখিতে পাই,—
কোথা সে লাবণ্যলীলা, সকলি আঁধার!

"সকলি আঁধার," হৃদে ভাবিলা রূপসী,—
বঙ্গের বিধবা এই, চির বিরহিনী,

সংসার আবর্ত্তে যা'র অস্তসুখশশী
হৃদয়-গগণে, হায়, উদেনা কখনি।

মরুভূমি আজ তব হয়েছে সংসার;
অবিরত হ'বে দগ্ধ, বসন্ত শরতে;
মধু আলাপনে তব প্রিয়জন আর
ফুটা'বে না প্রীতিফুল জীবনের পথে।

কেবল আরম্ভ তব জীবনের গতি,
নদনদী পারাবার, পর্ব্বত কানন,
কত তুমি হ'বে পার, বিধির নিয়তি,
তুফানে ছেড়না হাল, থেক সচেতন।
পশিবে তরণী কত সুখময় দেশে,
লক্ষ প্রলোভন পূর্ণ,—রূপ, গুণ, ধন,
স্থির লক্ষ্যে যেও চলি, মনের সাহসে,
জীবনের ধ্রুব তারা রাখিও স্মরণ।

হে মন্দ ভাগিনি, আছে হেন সুখস্থান,
চলি'গেলে জীবদেহ যাহে চিরকাল,
প্রিয় সঙ্গে, মনোরঙ্গে, হ'বে এক প্রাণ,
সংসারের দুখ জ্বালা, ভুলিবে জঞ্জাল।

চলিলা সুন্দরী তথা হ'তে ধীরে,
ত্যজি লোকালয় তটিনীর তীরে ;
দুখে সমদুখী, হৃদয় উন্মনা,
ভবে মানবের এতই যাতনা !
বহে বারিধারা চারু নয়নে।
জুড়াতে নির্জনে হৃদয়ের জ্বালা,
সমাগতা শেষে নদীকুলে, বালা,
নিয়তির বশে দুখী নর যত,
প্রকৃতির ছবি পবিত্র নিয়ত .
হেরিতে সে ছবি বাসনা মনে

পৌর্ণমাসী নিশি, মরি, তারকা সুন্দর,
প্রদীপ মালায় স্ফুট গগন প্রাঙ্গন ,
উজ্জ্বল নীলিমাকাশে হাসে শশধর,
শ্যামা রমণীর ভালে তিলক মিলন।
বহে চারু তরঙ্গিণী নিকুঞ্জ মাঝারে,
ছায়াপথ মরি, যথা সুনীল গগনে,
বিমল রজতছটা শ্যামল প্রান্তরে,
অবিরাম গতি, চলে সাগরের পানে।
কৌমুদী রজতদ্যুতি ঝিকুলী খেলি'ছে
নবাঙ্কুর কিশলয়দল পল্লব মাঝারে ,

নীরব পবনগতি, নীরবে দুলি'ছে
ফুলমালাময়ী লতা তটিনীর তীরে।
চন্দ্রমাপ্রণয় মত্ত, প্রফুল্ল হৃদয়,
উথলি'ছে বারি রাশি নদীর উরসে;
চুম্বি'ছে, প্রমোদরঙ্গে, তরঙ্গ নিচয়
মধু সমীরণ, বহি' মানস বিলাসে।

সুখের সময় হেন, কেন, বিধি, হায়,
রহি' চিরদিন, মরি, না জুড়ায় হিয়া ?
না বিরাজে চিরমধু কেন এ ধরায় ?
বড় ঋতু সমাগম কিসের লাগিয়া ?
কেন বা বসন্ত অন্তে ত্যজি' কুঞ্জবন,
যায় চলি' পিকবর দূরতর বাসে !
প্রাণমন তৃপ্তিকর সুখের যৌবন
চিরকাল কেন নাহি সমভাবে হাসে ?
কেন বা কুসুমকোলে ফলের উদ্গম ?
সুখ দুখ মাঝে কেন চিরকাল তরে
মানব জীবন দোলে, সংসার নিয়ম ?
স্থায়ী সুখ ধরাতলে কভু না বিহরে !

ইত্যাদি সহস্র চিন্তা, বীচিমালা প্রায়,
উঠিল কামিনী হৃদে, হইল বিলয়।

নরের অবস্থা দেখি এমন, ধরায়,
কার চিত্তে শত চিন্তা না হয় উদয় ?

অনল সংক্ষুব্ধ যথা পূর্ণপাত্র জল
আবেগ উদ্বেলময় হয় ক্ষণকালে ;
বিয়োগে অগ্নির যোগ, ক্রমশঃ শীতল,
উদ্বেল তরঙ্গ তার কোথা যায় চলে !
তেমতি ক্রমশঃ চিত্ত হইল সুস্থির ;
উড়িলা আকাশ পথে কামগা সুন্দরী ;
গগনে অপূর্ব্ব রশ্মি বিকাশে শরীর ;
উপনীত পরিশেষে অমরের পুরী।

দাঁড়াইলা পুরদ্বারে ক্ষণকাল তরে ;
চাহিলা কি মর্ত্ত্য পানে, কাতর হৃদয় ?
প্রমোদ কানন পানে মন নাহি সরে ;
নীরব গমনে গেলা আপন আলয়।
প্রভাতে তপন যবে উদিলা গগনে,
প্রসারিয়া স্বর্ণ কর বদন কমলে,
মুছিলা অশ্রুর বিন্দু, রমার নয়নে,
প্রদোষে নীহার বিন্দু, যথা, পুষ্পদলে !

———

আকাঙ্ক্ষা।

আগত বসন্ত, পৌর্ণমাসী নিশি;
গগনে উদয় সুবিমল শশী,
কৌমুদীবিধৌত হেরি দশদিশি;
ধরা মুখে হাসি ধরে না!
নগরে, নির্জনে, বন উপবনে,
ফুট'ছে কুসুম আপনার মনে।
নতশির লতা মৃদু সমীরণে,
মধুকরভর সহে না!

রম্য সৌধমালা; একি রাজপুরী?
অবিরাম গতি মানব লহরী,
বিচিত্র পতাকা উড়ে সারি সারি, মলয় বায়।
বাজিছে বাদিত্র সুরম তোরণে;
কুহরে কোকিল কাননে, উদ্যানে;
শত হুলুধ্বনি পড়ে ক্ষণে ক্ষণে; কিন্নরে গায়?

চল ত্বরা করি, কুহকী কল্পনে,
মনের মানস পূরাই নয়নে;—
কি ব্যাপার, মরি, এ রাজ ভবনে ঘটেছে আজ।

মিশি' লোকস্রোতে প্রবেশি' ভিতরে
মোহন দর্শন নয়ন নেহারে ;—
লুঠি' কিরে পূর্ণ কুবেরভাণ্ডারে, করেছে সাজ !

নবীন বয়স নবীন রাজার ;
মনোমত ধন মিলিয়াছে তার ;
সুখের সাগরে দিতেছে সাঁতার, বিবাহ রাতি !
হের অই কক্ষে, রূপে করি' আলা,
স্থির কিরে হেরি বিজুলীর মালা ?—
যুবতীবেষ্টিত ফুটোন্মুখ বালা, বিমল ভাতি !

ভাবি সুখে, লাজে, বদন জড়িত,
নয়নের কোণে খেলি'ছে তড়িত !
নবীন যৌবনে সদ্য প্রফুল্লিত
লাবণ্য মাখান কায়।
কি কাজ তোমার স্বর্ণ অলঙ্কারে,
স্বভাব সৌন্দর্য্য দিয়াছে যাহারে ?
বিকচ কমল শোভে সরোবরে,
কেহ কি সাজায় তায় ?

যে দিকে নেহারি, হেরি শোভাময় ;
ফুলবাসে ভরা বহি'ছে মলয়।
সৌরভে সৌন্দর্য্যে হইয়াছে লয়,—
মল্লিকা, মালতী, জাতী।

চল যাই, যথা, যুবক নির্জ্জনে
আকাঙ্ক্ষার স্রোতে ভাসা'য়ে পরাণে,
কত কি ভাবিছে আপনার মনে,
এমন সুখের রাত্তি।

পুলকিত দেহ প্রমোদআবেশে;
কুসুমমুকুট শোভে শিরোদেশে,
করে তরবারি নয়ন ঝলসে,
ফুলমালা গলে দুলি'ছে।
শুভক্ষণ রবি, সমাগত প্রায়,
(তড়িতের বেগে কাল নাহি যায়।)
কক্ষদ্বার পানে, ইঙ্গিতআশায়,
চকিত নয়ন ছুটি'ছে।

সহসা খসিল কক্ষের দুয়ার,
আনন্দে পরাণ ভাসিল যুবার,—
সহসা নিবিল প্রদীপ নিকর,
নিবিড় আঁধারে আবরিত ঘর;
কৌমুদীপ্রদীপ্ত পৌর্ণমাসী নিশি,
দুষ্ট রাহু কিরে গরাসিল শশী?
—যুবক নয়ন মুদিল।

পুন যবে ফিরি' চায় গৃহ পানে,
সভয়ে, বিস্ময়ে, হেরিল নয়নে ,—
অলৌকিক তেজে গৃহ আলোকিত ,
অদ্ভুত দর্শনে চিত্ত চমকিত,—
বিশাল মুরতি, ভীম ভয়ঙ্কর,
মেঘ খণ্ড সম গৃহের ভিতর
সহসা নীরবে উদিল !

আরক্ত নয়ন, বাহু সুবিশাল ;
অগ্নিশিখা সম মুক্ত জটাজাল ;
মহাতেজঃপুঞ্জ কোদণ্ড করেতে,
বিদ্যুত বিকাশ হই'ছে তা'হতে ,
মহাকাল মূর্ত্তি , প্রতিজ্ঞা নয়নে ;
ছায়াশূন্য দেহ। বুঝিলা তখনে
কৃতান্ত আপনি আইলা !
বিশুষ্ক বদন, কান্তি গেছে দূরে ;
অবসন্ন দেহ, কাঁপে থরে থরে ;
কোথায় সুখের অনন্ত বাসনা !
স্তব্ধ মন প্রাণ, নির্ব্বাক রসনা।
যুবা যুক্তকরে, নিস্পন্দ নয়নে,
নিরখি' রহিলা মহাভীত মনে।
কৃতান্ত তখন কহিলা ;—

"চল, রে মানব, হয়েছে সময়,
পঞ্চভূতে দেহ হবে তব লয়,
পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়স তোমার,
বহু সুখ তুমি ভুগেছ ধরার।
আজি যমালয়ে করিবে গমন,
কর্ম্মরূপ ফল ভুঞ্জিবে এখন;
মুহূর্ত্ত বিলম্ব স'বে না।"
"সুখ?—কবে সুখ হইল আমার?
দেখি নাই আজো, সুখ কি প্রকার।
পঙ্গু, সংজ্ঞাহীন, গেছে বাল্যকাল,
কৈশোরে শাসন বিষম জঞ্জাল।
এবে নব বয়ঃ, স্বাধীন জীবন,
ধরা পরিহরি' করিব গমন?"—
মুখে বাক্য আর সরে না।

মৃদু হাসি' তবে কহিলা কৃতান্ত,
"সুখবাসনার আছে কিরে অন্ত?
যত পায় নর, আরো তত চায়,
কামনার বেগ কভু না ফুরায়।
জরা, মৃত্যু, রোগ, শোক, দুঃখ, ভয়,
চির কাল দলে মানব হৃদয়,
তবু কভু আশা ছাড়ে না!"

পুনঃ কহে যুবা, করি জোড় কর,
"নিরদয়, কাল, তুমি নিরন্তর,
একবার দয়া করহ আমারে,
আশা পূর্ণ আমি করিব সংসারে।
নবীন বয়স ,পুরে নাই আশা,
আজি পরিণয়, নব ভালবাসা,
তবু তব দয়া হবে না ?

না দিয়ে সংবাদ, হেন অতর্কিতে,
চাহ,রে শমন, জীবন লইতে ?"—
কহিলা কৃতান্ত, "মানব সন্তান,
ভবে চিরদিন আমারে পাষাণ
বলে ; কিন্তু লোক নিজ কর্ম্ম ফলে
পড়ে নিরন্তর কালের কবলে ,
মানব, এই তো সংসার রীতি।
থাক্ সে সকল, কথায় কি কাজ,
চলিলাম আমি শুন, যুবরাজ,
ভুঞ্জ যত সুখ লয় তব মনে,
চিত্ত রেখো স্থির ধর্ম্মের চিন্তনে।
বার ত্রয় আমি পাঠাব সংবাদ,
শেষে যবে দেহে হবে অবসাদ,
পরোলোকে তব হইবে গতি।"

এত বলি' কাল হৈলা অন্তর্দ্ধান।
যুবা যেন দেহে পাইলা পরাণ!
বন্ধুগণ সহ বিবাহ প্রাঙ্গনে
চলি গেলা ধীরে, বিষণ্ণ বদনে।
চন্দ্রকরদীপ্ত হৃদয় আগারে
কাল মেঘ ছায়া তিলেক সঞ্চরে!
নব ভাবে মত্ত হইল মন।
গেল দিন, মাস, বর্ষ গেল চলি',
শমন সংবাদ ভুলিল সকলি।
নবীন যুবক, নবীনা যুবতী,
ধরাতলে কভু করে কি বসতি?
কভু সুরপুরে, নন্দন কাননে,
চন্দ্র, সূর্য্য লোকে, গগনে, গগনে,
মনোরথবাহী প্রণয়ীজন!

ধরায় যা' কিছু সুখের সাধন,
বিধিবরে নহে অভাব কখন।
অতুল বৈভব, শত দাস দাসী,
নয়ন ইঙ্গিতে সেবে দিবা নিশি।
ক্রমে জনমিল পুত্র কন্যাগণ,—
ভবে দম্পতির প্রেমের বন্ধন।
সুখস্রোতে দিন ভাসিয়া যায়!

এক দিন, দেখ, দৈবের ঘটন,
মুকুরে হেরিতে সুন্দর বদন,
শুভ্র কেশ এক দেখিতে পাইল,
ক্ষণ কাল তরে দেহ শিহরিল।
কালগতে ক্রমে বার্দ্ধক্য উদয়,
আঁধার নিরখে চারু আঁখিদ্বয়,
শিথিল, বলিত হইল কায়।

জরাজীর্ণ বাহু, অশক্ত চরণ;
দিবস রজনী শয্যায় শয়ন,
ক্ষণে সচেতন, ক্ষণে জ্ঞানহারা।
পাশে পুত্র কন্যা, পৌত্র পৌত্রী, দারা;
ডাকিলে সর্ব্বদা না পায় উত্তর,
শব্দজ্ঞানশূন্য শ্রবণ বিবর।
নবতি বৎসর হয়েছে গত।
এক দিন বৃদ্ধ নিদ্রার আশায়,
ঘোর রাত্রিকালে শয়িত শয্যায়;
দৃষ্টিশূন্য, হায়, নিদ্রাশূন্য আঁখি;
কৃশ কলেবর কাঁপে থাকি' থাকি'।
পাশে শু'য়ে দারা পুত্র কন্যাগণ,
সদাব্যস্ত সবে, এবে অচেতন;
কে চিন্তাহারিণী সুপ্তির মত ?

হেন কালে দ্বার সহসা খসিল ;—
উগ্র তেজোরাশি গৃহ উজলিল ;
অচল অশক্ত রোগীর শিয়রে
সমাগত কাল, ভীম দণ্ড করে !
ক্ষণ কাল তরে মহা আতঙ্কায়,
নষ্ট শক্তি যত বৃদ্ধ পুনঃ পায় ;
উঠি' শয্যা পাশে ভয়ে বসিল।
দৃষ্টিশক্তি ফিরি' আইল নয়নে ;
সূচিপাত শব্দ প্রবেশে শ্রবণে,
করি জোড়কর বলে, "রে, শমন,
এত ত্বরা কেন তব আগমন ?
পাঠা'বে সংবাদ তুমি গেছ বলি,'
ভুলি' তুমি কিরে গিয়াছ সকলি ?"
অট্টহাসি' তবে কাল কহিল ;—

"পঞ্চাধিক ষষ্টি গিয়াছে বৎসর,
মানব, আমি কি এসেছি সত্বর ?
প্রথম সংবাদ—শুভ্র কেশ শির,
পরে—দৃষ্টিহীন,—শ্রবণ বধির,
দিয়াছি তোমারে তত্ত্ব তিন বার ;
বৃথা তবে কেন কর তিরস্কার ?
সময় হ'য়েছে, এখন চল।"

"দারা পুত্র কন্যা বন্ধু আদি করি,
সুখের সংসার সব পরিহরি,'—
মিটে নাই সাধ এখনো, শমন,
কোন প্রাণে এবে করিব গমন?"
কহে তবে কাল,"মায়ামুগ্ধ নর,
ভুঞ্জি সুখ ভবে নবতি বৎসর,
মিটে নাই সাধ, এখনো বল?

তবু সুখে মত্ত? হায়, রে সংসার,
কি কুহকে তুই নরে অনিবার
রাখিস্ ভুলা'য়ে, পারি না বুঝিতে;
ভোগে শক্তিহীন, চাহে না ছাড়িতে!
আমরণ কাল কত প্রলোভনে
প্রমত্ত রাখিবি তুই জীবগণে?
পরিণাম কভু ভাবিতে দিবি না?

কিবা দোষ দিব অথবা সংসারে;
মুগ্ধ, মূর্খ নর হেরিয়া না হেরে,—
জীব, জন্তু, তরু, লতা, অগ্নি, জল,
চল সৌদামিনী, জলদ পটল,—
পঞ্চভূতময় যা' কিছু নয়ন
চারি দিকে সদা করে নিরীক্ষণ,
কাল আবর্তনে কারেও ছাড়ে না!

দিবানিশি ধরা এই উপদেশ
দিতেছে মানবে করিয়া নির্দ্দেশ;
তবু আকাঙ্ক্ষার স্রোত অনিবার
মানব হৃদয়ে বহে খরধার!
আর না;—আগত হযেছে সময়।"
এত বলি কাল মহাজোতির্ম্ময়
দণ্ডে নর দেহ ছুঁইলা ধীরে।

জীর্ণ দেহ ছাড়ি' আত্মা সেই ক্ষণে,
তীরবেগে ছুটে, অনন্ত গগনে;
কিম্বা সঙ্গে লয়ে, কৃতান্ত তখন
অলক্ষ্যে স্বপুরে করিলা গমন।
প্রাণশূন্য দেহ রহিল শয্যায়,
আর জাগিবে না সুখবাসনায়।
আকাঙ্ক্ষার পরিণাম এই রে!

স্বপ্ন—কালস্রোত।

একদা বিরলে বসি' ভাবি মনে মনে,
ক্ষণকাল সংসারের চিন্তা পরিহরি',
কালের অনন্ত স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে
কোথায় যাই'ছে চলি' জীর্ণ দেহ তরি ?

অবিরাম স্রোতোগতি, কত কালে, কবে,
কোথায় হইবে লয় ? আছে কি কোথায়
এমন গভীর সিন্ধু, যাহে অনিবার
কালস্রোতে পরিবাহ কখন না হয় ?

কে আরোহী এ তরিতে ; কোথা কর্ণধার ?
আমি কে ? অন্তর হ'তে কে করে জিজ্ঞাসা ?
মায়ার প্রপঞ্চে ভোর দিবা বিভাবরী,
সদাই হৃদয়ে জাগে সুখের পিয়াসা !

আছে কি জগতে হেন মানব সন্তান,
চাহি' অন্তরীক্ষ পানে—বিশাল বিস্তার,
অনন্ত চিন্তায় যবে স্তম্ভিত কল্পনা,
বিস্ময়ে রোমাঞ্চ দেহ হয় না যাহার ?

তা'হ'তে সহস্র গুণ চিত্ত চমকিত
হয়, যবে মনে ভাবি কালের প্রকৃতি,—
ক্ষণস্থায়ী বর্ত্তমান, অন্ধ ভবিষ্যত,
গত, যা'রে গ্রাসিয়াছে আঁধার বিস্মৃতি!

প্রভাতে কুসুমকোলে মুক্তাফল সম,
সুরম তুষারবিন্দু নব রবিকরে,
চকিত লাবণ্যলীলা দেখা'তে দেখা'তে,
তিলেকে অদৃশ্য হয় চিরকাল তরে।

তেমতি রে এ সংসারে লভিয়া জনম,
না হইতে খেলা সাঙ্গ, প্রিয়সঙ্গ ছাড়ি'
নিত্য চলি'যায় জীব—কে জানে কোথায়!
নিয়তির স্রোতোগতি কে রাখে নিবারি'?

ইত্যাদি চিন্তায় ক্রমে চিত্তে অবসাদ;
অর্দ্ধ নিদ্রা—তন্দ্রা—আসি' ছাইল নয়ন,
ভুলিলাম প্রকৃতির পরিচিত ছবি;
স্বপনে?—অপূর্ব্ব দৃশ্য করি দরশন!

সুদূর গগনমাঝে, (স্বপনের খেলা!)
দোলাইয়ে দেহ যেন স্থির বায়ুস্তরে,
চাহিনু বিস্মিত নেত্রে দিগন্তের পানে,
তীক্ষ্ণতম দৃষ্টি আসি' নয়নে সঞ্চরে।

মহা বৃত্তাকারে বারি দিগন্ত ব্যাপিয়া
খরস্রোতে অবিশ্রান্ত চির বহমান।
কোথা বা তরঙ্গভঙ্গ, শৈলশৃঙ্গ প্রায় ;
ভীমনাদে মুহ মুর্হুঃ কম্পিত পরাণ।

প্রলয়ান্ত ঝড়ে, যথা, ছিন্ন মেঘ দল
তীরবেগে ছুটি' চলে বিশাল গগনে ;
চকিতে তড়িত হানে, গরজে জীমূত,
মহাতঙ্কে মহাপ্রাণী কান্দে মনে মনে ;

তরঙ্গ সংঘাতজাত ফেনপুঞ্জ কত,
(সৌরকরে ফেনশিরে খেলি'ছে দামিনী।
ধবল পর্ব্বতসম ছুটে চারি পাশে ;
অপার্থিব শব্দে কর্ণে কিছুই না শুনি।

ভয়ঙ্কর ঘূর্ণাবর্ত্ত কোথা বা নেহারি,
ব্যাদনি' বিকট মুখ, সহস্র যোজন,
ঘুরাইয়া চক্রাকারে হিমালয়চূড়া
গরাসিতে পারে যাহা, গভীর এমন !

নানা স্থানে নানা মূর্ত্তি, স্রোত বহুরূপী,
প্রসন্ন সলিল কোথা নাহি আবর্ত্তন ;
কুল কুল রবে স্রোত বহে অনিবার ;
সুরঙ্গিম বীচিমালা খেলে অনুক্ষণ।

নাহি তথা ঘূর্ণাবায়ু, শুভ্র গিরিচূড়া,
নাহি কাল মেঘছায়া ; স্ফুরদ চন্দ্রিমা
বিলসে যামিনী যোগে ; দিবসে নিয়ত,
নীলাকাশ ছবি ল'য়ে জলের সুষমা।

সুরঞ্জিত তরিশ্রেণী, দিবস যামিনী,
হেলে দুলে চলে যায় মলয়ের বায় ;
হৃদয়হারিণী গীতি, বাঁশরী নিনাদ,
নিরন্তর পশে কাণে, কে জানে কে গায় ?

প্রফুল্ল কমলদল, কুমুদ, কহ্লার,
প্রতি বীচিভঙ্গে, মরি, আপনি উদয় !
বিতরি' সৌরভ, শোভা নয়নআমোদ,
ক্ষণে জলস্রোতে পুনঃ হইতেছে লয় !

বিস্ময়ে দেখিনু কোথা দৃশ্য মনোহর,
তরণী যুগল বদ্ধ প্রীতির বন্ধনে ,
আনন্দে তরঙ্গশিরে নাচি,' ধীরে ধীরে,
চায় চলি', তুলি' পাল মৃদু সমীরণে।

কোথা বা ছিঁড়িয়া পাশ, মহা কোলাহলে,
ভিন্ন ভিন্ন পথে তরি করি'ছে পয়ান ;
দ্বন্দ্বযুদ্ধে ভগ্নদেহ, কোথা বা তরণী,
তরঙ্গসঙ্কুল পথে, আকুল পরাণ !

দেহশূন্য ছায়ামূর্ত্তি কোথা বা নেহারি,
বারিধির বক্ষে ভাসে, স্রোতোবেগে চলে;
আকাশে উড়িয়া যবে যায় পাখীকুল,
প্রতিবিম্ব ভাসে, যথা স্রোতস্বিনী জলে!

বালুকার কণা যথা শুষ্ক বেলাভূমে;
কোটি কোটি ছায়ামূর্ত্তি, অগণ্য, অশেষ,
নীরব বিষাদে মাখা, চমকে পরাণ,
শত প্রদক্ষিণে যাত্রা করে নাই শেষ!

দৃষ্টিপথপ্রান্ত দেশে দেখিনু চাহিয়া,
বেলা অবসানে, যথা, অস্তাচলশিরে
রবির সুবর্ণছবি, উজলি' প্রভায়
দিগন্ত, সুরম দেহ মন্দির বিহরে!

শততলযুক্ত হর্ম্ম্য, স্বর্ণ পাটিকেলে
(খচিত মুক্তার দামে, হীরামণি জালে,)
নিরমিত কক্ষশ্রেণী; গবাক্ষ দুয়ারে
শত নর নারী বসি' মনকুতূহলে;—

অলৌকিক তেজে দীপ্ত বদন মণ্ডল;
নয়নে পবিত্র দৃষ্টি, শান্তি সুখময়;
গাহি'ছে মধুর গীতি, প্রেমেতে বিভোর,
একতানে শতকণ্ঠ হইয়াছে লয়!

"জীবনের উৎসভূমি এই নিত্যধাম।
মহাশক্তি আজ্ঞাবশে এই স্থান হ'তে,
কালের প্রবাহে জীব সদা ঢালে দেহ,
ভ্রমিতে অনন্ত কাল, নিত্য কালস্রোতে।

মায়াবী শরীর ল'য়ে মহাপ্রাণী যত
কাটায় প্রমোদ রঙ্গে, ভব রঙ্গালয়ে,
জীবনের ক্ষুদ্র অংশ, স্বাধীন ইচ্ছায়,
মায়াভঙ্গে আত্মারূপী, পরলোকালয়ে।

কর্ম্মফল, দেহী যবে, ভুঞ্জে কতজন ;
বিমুক্তবন্ধন যবে, দেহ অপগমে,
আত্মারূপে, সুখ দুঃখ, কর্ম্ম অনুরূপ,
ভুঞ্জে প্রাণী নিশি দিন, বিধির নিয়মে।

অসংখ্য অমর আত্মা এই উৎস হ'তে
ছুটে গেছে, কত যুগ, কত কোটি দিন,
আজি ও না সমাগত পুনঃ নিত্যধামে,
হরি! হরি! পাপভোগ এতই কঠিন।

ত্যজরে আকাঙ্ক্ষা, নর, নশ্বর উন্নতি
সংসারের মায়া পথে ; মতি স্থির করি',
চরমে পরম গতি হইবে যে পথে,
তাহার সম্বল ভাব দিবা বিভাবরী।

যে পবিত্র সত্তা ল’য়ে সংসারআবাসে
গিয়াছিলে, যদি কভু কালআবর্ত্তনে,
পার সে পবিত্র ভাব আনিতে জীবনে,
অনায়াসে প্রবেশিতে পারিবে এখানে।

অনন্ত আনন্দ ধামে নিত্য নব সুখ।
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, রিপু যত আর,
নাহি হেথা জরা, মৃত্যু, রোগ, শোক, ভয়,
নাহি মদ, অহঙ্কার, চিত্তের বিকার।

এস চলি’ ভাই, বোন, তোমাদের তরে,
নিরূপিত স্থান হেথা রয়েছে নিয়ত;
গিয়াছিলে শিশুবেশে পরীক্ষার স্থলে,
শিশুর হৃদয় ল’য়ে হও সমাগত।”

কিবা সরলতাময় চিত্তের আবেগ;
কিবা শ্রুতি সুখকর সুমধুর স্বর;
স্বপনে নয়ন মন হইল পাগল,
আনন্দে উছলি’, মরি, উঠিল অন্তর!

—বায়ুবেগে উড়ি’ যথা কুয়াসার রাশি,
আবরিত করে ক্রমে নগর প্রান্তর,
গৃহচূড়া, সৌধমালা, চারু তরু লতা,
ধীরে ধীরে সব হয় নয়ন অন্তর!

অথবা শরদ কালে, সুনীল গগনে,
মধুর যামিনীযোগে, যবে, পূর্ণ শশী,
বিহরে তারকা সহ, ধীবে ধীবে, যথা,
নীরবে নবীন মেঘ ঢাকে তারে আসি,'

তেমতি ক্রমশঃ, মরি, সে সুন্দর ছবি,—
দেবোপম নরনারী, হর্ম্ম্য মনোহর,
বহুরূপী জল রাশি, অন্তর্হিত সবে,
মিশে ইন্দ্রধনু যথা, আকাশ ভিতর!

তন্দ্রা অপগমে পুনঃ পাইনু চেতন;
ধীরে, ধীরে, চিত্ত পুনঃ পশিল সংসারে,
কিন্তু সে বিচিত্রচিত্র — মধুর সঙ্গীত,
নিরবধি জাগিতেছে হৃদয় আগারে!

যশল্মীরের পতন।

১২৭৬ খৃষ্টাব্দে যদুবংশীয় রাওল জযেতশ্রী যশল্মীরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহার দুই পুত্র; মল্লরাজ (মূলরাজ) এবং রতনশ্রী। মল্লরাজের পুত্র দেবরাজ এবং দেবরাজের পুত্র হামীর। ১২৮৬ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ্ আলাউদ্দীনের সৈন্যগণ যশল্মীর আক্রমণ করে। প্রথমে মুসলমানগণ যুদ্ধে পরাজিতও বিতাড়িত হয়েন; কিন্তু ক্রমাগত -

অষ্টবর্ষব্যাপী বিপুল যুদ্ধে রাজপুতবলক্ষয় হইতে লাগিল। ইতি মধ্যে ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে রাওল জয়েতশ্রীর মৃত্যু হইলে মল্লরাজ তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। পরিশেষে ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে দুর্গরক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠিল। তখন মুশলমান হস্তে পতনরূপ অপমান হইতে আত্মরক্ষার জন্য দুর্গস্থিতা সমুদায় রাজপুতকুলস্ত্রী জহরব্রতে প্রাণ সমর্পণ করেন; রাজপুতগণ সম্মুখ সমরে প্রাণত্যাগ করেন। রাজস্থানের ইতিবৃত্তে বর্ণিত আছে যে, প্রায় চতুর্ব্বিংশ সহস্র রাজপুত রমণী এই রূপে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

"শক," "জহর", —কোন অবরুদ্ধস্থানরক্ষা অসম্ভব হইলে, শত্রু হস্তে পতনভয়ে রাজপুতকুলস্ত্রীগণ অগ্নিপ্রবেশ পূর্ব্বক জীবন বিসর্জ্জন করিতেন এবং রাজপুত গণ স্বেচ্ছায় সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিতেন, এই ব্যাপারই "শক" বা "জহর" বলিয়া প্রসিদ্ধ। রাজপুতনায় অনেক বার এই ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

"পীতবাস",—বিজয়াশাপরিশূন্য হইলে রাজপুতগণ পীতবস্ত্রপরিহিত হইয়া যুদ্ধে যাত্রা করিতেন। পীত বস্ত্র পরিধান, অনুগ্রহ প্রদর্শন কিংবা অনুগ্রহ প্রাপ্তির ইচ্ছা পরিত্যাগের চিহ্ন স্বরূপ।

"সোহাগ",—পতি বর্ত্তমানে যে সকল কুলমহিলা অগ্নিপ্রবেশ পূর্ব্বক সতীকৃত্য সাধন করিতেন, তাঁহারা সোহাগুণ এবং যাঁহারা মৃত পতির সহগমন করিতেন, তাঁহারা সোহাগুণ বলিয়া রাজপুতনায় প্রসিদ্ধি লাভ করিতেন।

"মৌজী",—রাজপুতগণ জীবনে দুইবার মাত্র মৌজী (মৌর, শিরোভূষণ বিশেষ) ধারণ করিতেন। প্রথম, বিবাহ দিনে, দ্বিতীয়, মৃত্যুইচ্ছা পূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রা সময়ে।

(আরম্ভ।)

কাঁপে যশোপুরী বীরপদভরে ;
প্রমত্ত যাদব যবন সমরে।
বৃদ্ধ জয়েতশ্রী, রাওলপ্রধান ;
বিশাল নয়নে বহ্নি বিদ্যমান ;
বলিত গলিত বাহুর ভিতরে
এখনো মাতঙ্গ শক্তি বাস করে ,
শিরে শিরস্ত্রান, করে করবাল,
বসি' সিংহাসনে, কহে নরপাল
চাহি'সভাপানে, গভীর স্বরে ;—
"আগত যবন আজমীর দ্বারে ;
কহ, মল্লরাজ, আজি দরবারে,
কি উপায়ে, বীর, পুণ্য জন্মভূমি
রক্ষার কৌশল করিয়াছ তুমি।
কত সৈন্য তব, কত সেনাপতি,
কা'রে কোন কার্য্যে করিয়াছ মতি।
স্রোতোধারা প্রায় আসি'ছে যবন ;
আছে কি যাদবে, ভেটিতে শমন,
হেন কাপুরুষ, যে জন ডরে, ?"

নোঁয়াইয়া শির মল্ল মহাবীর
বলিতে লাগিলা বচন গম্ভীর ;—

"অযুতার্দ্ধ সেনা, রণে মহাকাল,
ভীতিশূন্য দেহ, বাহু সুবিশাল,
নগর রক্ষায় আছে নিয়োজিত।
পর্ব্বত প্রমান, করেছি সঞ্চিত
আহার সামগ্রী ; যবন পামর
যদি অবরোধ করে এ নগর,
কভু ভয়ে ভীত তা'রা হবে না।
শিশু রুগ্নকায়, স্থবির যে জন,
দূর দেশে সবে করেছি প্রেরণ।
বীরপ্রিয়তমা, বীরের জননী,
স্বামী পুত্র সহ যাদবনন্দিনী
থাকিবে নগরে, কায়মনোপ্রাণে,
করিবে যতন রাজ্যের রক্ষণে ;
যদি ভাগ্যদোষে স্বাধীনতা হারা,
প্রাণ দিতে তা'রা নহিবে কাতরা ;
'সোহাগ' সাধিতে তারা ডরে না !"

"হর" "হর" শব্দ হ'ল সভা স্থলে,
"ধন্যা যদুনারী" বলিলা সকলে !

"তবদাস এই অধম সেনানি,
অনুজ রতন বীরের অগ্রণী,

সৌঁহে দুর্গভার রাখিয়াছি করে;
সাধিব, সাধিতে পারে যাহা নরে।
ল'য়ে ত্রিসহস্র সেনা, শৌর্য্যবান
পুত্র দেবরাজ, হামীর শ্রীমান
থাকিবে বাহিরে, বুদ্ধির কৌশলে
আকুল করিবে যবনের কুলে,
যবনে ক্ষণের শান্তি দিবে না।"

উচ্চ করি শির, তবে মহাবীর
বলিতে লাগিলা বচন গম্ভীর;—
"যদুকুলপতি, শুন, মহারাজ,
যশল্মীর পুরী করিয়াছে সাজ;
আসুক যবন, আসুক শমন,
সমরে বিমুখ যদু এক জন
নহিবে, রাওল, রাজপুত কুলে
হেন কুলাঙ্গার জনম লভিলে,
ধরাতে বীরত্ব আর রবে না!

পর্ব্বতকন্দরে পড়িলে অশনি,
জাগি' যথা, উঠে শত প্রতিধ্বনি;
চত্বরে, বাহিরে, রাজ দরবারে,
শত শত বীর, কাতারে, কাতারে,

যে খানে যে বেশে আছিল যে জন,
সিংহনাদ করি' উঠিল তখন।
'হর' 'হর' শব্দে কাঁপে দশ দিশি;
নয়ন ঝলসে কোষমুক্ত অসি;
উৎসাহ আগুণ উঠিল জলি'!

গিরিশৃঙ্গ ভাঙ্গি' সাগরের জলে
পড়িলে সহসা ঘোর কোলাহলে,
জলরাশি যথা হয় সংক্ষুভিত,
যদুকুল সেনা হ'ল আলোড়িত।
কাঁপে যশোপুরী বীর পদভরে;
প্রমত্ত যাদব যবন সমরে;
বৃদ্ধ জয়েতশ্রী, রাওল প্রধান,
বিশাল নয়নে বহ্নি বিদ্যমান,
সমর আদেশ করিলা বলী।

হইলে গগন দ্বার অনর্গল,
মেঘ হতে বেগে ছুটে যথা জল;
অথবা প্রাবৃটে যথা স্রোতোবারি
ভাঙ্গিয়া জাঙ্গাল ছুটয়ে হুঙ্কারি',
যাদবনিকর যশোপুরী হ'তে
ছুটিল উল্লাসে, অবিরল স্রোতে,

খুলি' তরবার 'হর' 'হর' রবে
ভেটিল যবনে ভীষণ আহবে;
সপ্তদিবা নিশি হইল রণ।

যশ গুণ সপ্তশত ভীম অরি
পাঠাইল বহু শমনের পুরী।
না সহিতে পারি' ভীম আক্রমণ
রণভূমি ছাড়ি' পলায় যবন।
বিজয় পতাকা উড়াই' আকাশে,
ফিরিল যাদব আপন আবাসে।
বিজয় উৎসবে পূরিল নগর;
প্রদীপমালায় শোভে প্রতি ঘর;
রাজা প্রজা সবে প্রফুল্ল মন।

দুহাত পসারি' হর্ষে করি' জয়ধ্বনি,
আশিষ করিয়া পুত্রে গ্রহিলা জননী,
কোথা বা আনন্দে মাতি' বীরজায়া সতী
আলিঙ্গি', লইলা ঘরে, রণজয়ী পতি!
হরি! হরি! কত ঘরে, আর না পাইলা ফিরে
বয়সের যষ্টি, মাতা, নয়নের মণি,
কতবা নির্জন গেহে, অবিরল অশ্রু বহে
বিরহবিধুরা বধূ দিবস যামিনী!

(শেষ।)

দরবারে বসি' মল্ল মহামতি,
ক্রোধে অভিমানে গম্ভীর মূরতি।
সামন্ত, সেনানি বসি' চারি পাশে,
চিন্তারেখা লেখা ললাট প্রদেশে।
প্রলয়ের ঝড় বহিবে যখন,
ভীষণ প্রশান্ত মূরতি গগন ;
আজি, দরবারে নেহারি তেমনি ;
শ্রবণে প্রবেশে সূচিপাত ধ্বনি !
ডাকি' মল্লরাজ তবে কহিলা ;-
"সামন্ত, সেনানি, শুন, যদুকুল,
কাপুরুষ হয় বিপদে আকুল।
অদৃষ্টের চক্র ঘোরে দিবা নিশি ;
কভু রসাতলে, কভু হাতে শশী !
আজি অষ্ট বর্ষ, দুর্ব্বার যবনে
কতবার সবে হারাইলে রণে ;
রক্তবীজ প্রায় তবু কোথা হ'তে
আ'সিছে যবন অবিরল স্রোতে !
এসব দারুণ বিধির লীলা।

কত শত সেনা মরিল সমরে ;
কত কুলবধূ কাব্দে ঘরে ঘরে ;

কান্দে কোলে শিশু, না মিলে আহার,
গৃহে নাহি অন্ন, প্রাণ রাখা ভার;
ভীষণ দুর্ভিক্ষ, শুষ্ক, শীর্ণকায়
প্রতি ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়ায়।
বহুল আয়াসে দুই চারি দিন
রাখিতে পারিবে নগর স্বাধীন :
ভাব, তার পরে কিবা হইবে।

অসংখ্য যবন, কালাগ্নির প্রায়,
ঘেরিয়াছে পুরী চারি দিকে, হায়,
দাবানলে যবে ঘেরে অরণ্যানী ;
পুড়ি' পুড়ি' মরে অবলা হরিণী,
প্রমত্ত মাতঙ্গ আপনার বলে
পদে দলি' বাধা, ছুটে যায় চলে।
বল, রাজপুত, জীবন থাকিতে,
জননী, স্ত্রী সহ, যবনের হাতে,
যশল্মীর পুরী আজ যাইবে ?"

তবে মহাবীর, মন্ত্রনায় ধীর,
দাঁড়াইয়া বলে সামন্ত সাহীর,
অভিমানে দেহ কম্পমান প্রায়,
নয়নে আগুন খেলিয়া বেড়ায় ;—

"শুনহ, রাওল, তারা, রবি, শশী
উদিবে গগনে না পড়িবে খসি'
যত দিন, দেহে জীবন থাকিতে,
জননী, স্ত্রীসহ যবনের হাতে,
যশল্মীর পুরী যা'বে না।"

যথা, যবে হয় বিশাল গগন
শত কাল মেঘে ভীষণ দর্শন,
নির্ব্বাত, নিষ্কম্প, ভয়াল, গম্ভীর,
বিদ্যুত চমকে, চরাচর স্থির;
একটি অশনি গম্ভীর নির্ঘোষে
ছুটে যদি ঘোর আকাশ প্রদেশে,
গর গর রবে গরজে আকাশ,
মেঘেতে মেঘেতে দামিনী বিকাশ
কাঁপে ধরাতল, ধৈর্য্য থাকে না।

তেমতি "দিবনা," "দিবনা" আরবে
গর্জ্জিয়া উঠিল সভাস্থলে সবে,
"জীবন থাকিতে, যবনের হাতে
যশল্মীরপুরী দিব না যাইতে।"
তবে মতিমান সেনানী সাহীর
বলিলা; "রাওল, করিয়াছি স্থির,—

হবে যশল্মীরে 'শক'-সংঘটন,
অহরে যাদব ত্যজিবে জীবন ;
আর, বীরজায়া যাদব নারী ?
প্রাণ দিতে তা'রা কভুও ডরেনা ;
স্বামী পুত্র হারা, ধরায় র'বেনা ;
"সোহাগ" সাধনে জীবন ত্যজিবে ;
স্বরগে স্বামীর অপেক্ষা করিবে।"
শুনি' মল্লরাজ কহিলা তখন ;—
"রাজপুতযোগ্য তোমার বচন !
সভাভঙ্গ ; সবে যাও চলি' ঘরে ;
আয়োজন আজি করহ নগরে।
কালি জনশূন্য যাদবপুরী।"

সন্ধ্যা সমাগতা সুনীলিমবেশে,
চতুর্দ্দশী চাঁদ সীমন্ত প্রদেশে ;
ডাকি' ডাকি' পাখী চলিল কুলায় ;
মৃদু সমীরণে শরীর জুড়ায় ;
ফুটে ফুলরাশি, হাসিভরা মুখ ;
প্রকৃতি মানে না মানবের দুখ।
নিজ অন্তঃপুরে গেলা মহারাজ,
ভেটিলা তথায় পুরস্ত্রীসমাজ ;
সবে ব্যস্ত রণসংবাদ তরে।

ডাকি' মহিষীরে কক্ষের ভিতরে
কহিলা রাওল ধীর নম্রস্বরে,
"শুন, মহারাজ্ঞি, অদৃষ্টের লেখা,—
যশল্মীর আর নাহি যায় রাখা!
স্থির হইয়াছে আজি দরবারে
যাদব পরাণ ত্যজিবে জহরে।
তোমরা পুরস্ত্রী, বল কি করিবে,
যবে স্বামী, পুত্র, সবে চলি' যা'বে,
যবন প্রবেশ করিবে পুরে?"

"স্বামী পুত্র যবে সবে চলি' যা'বে।
পুরীতে যবন প্রবেশ করিবে!"
কহে মহারাজ্ঞী, নয়ন প্রসারি,—
"তখনো কি তথা রাজপুত নারী
থাকিবে বসিয়া? রাওলপ্রধান,
রমণী শরীরে রক্ত বহমান;
যদিও না তা'র বাহু সুবিশাল,
অন্তরে সাহস চরে চিরকাল;
বীরভোগ্যা, সে যে বীরজননী!

স্নেহ, প্রেমপাত্র সবে চলি' যাবে,
কি লইয়া ভবে রমণী রহিবে?

যাব চলি' আগে অমর নগরে;
মন কুতূহলে দাঁড়াইয়া দ্বারে,
একে একে যত প্রিয় বন্ধু জন
প্রেম আলিঙ্গনে করিব গ্রহণ।
রাজপুত করে নাহি কিছে আর,
রাজপুতপ্রিয় খর তরবার?
অথবা মরণে ডরে রমণী?"

বিপুল হরষে পুলকিত কায়;
(মনের মিলনে কি সুখ ধরায়!)
আলিঙ্গন পাশে বান্ধি' মহিষীরে,
চুম্বি' শশীমুখে, রাজা কহে ধীরে;—
"প্রেমের আধার সতীর অন্তরে
আগুনের কণা সদা বাস করে।
শুন, মহারাজ্ঞি, যাদবীর খ্যাতি
পূরিবে ভুবন, পোহাইলে রাতি;
'ধন্য'! ধরাতলে সবে কহিবে।"

পতনউন্মুখ যশল নগরে
এইরূপ দৃশ্য আজি, ঘরে ঘরে।
প্রবীণা গৃহিণী, নবীনা যুবতী,
সোহাগ সাধিতে সবে স্থির মতি;

বিচিত্র বসন চারু অলঙ্কারে
শেষ বার সাজি', পতি সেবা করে!
নাহিরে আননে বিষাদের রেখা ;
প্রফুল্ল নয়নে দৈব তেজোলেখা ;
ভাবিছে কখন রাত্তি যাইবে!

বিগত রজনী। নগর চত্বরে
ভীষণ দর্শনে পরাণ শিহরে।
ইন্ধনের রাশি পর্ব্বত প্রমাণ,
তাহে শতজিহ্ব বহ্নি বিদ্যমান।
চন্দন, কর্পূ্র, গন্ধ, দীপ, ধূপ,
ঘৃতের কলসী, কুসুমের স্তূপ,
যথা যাহা কিছু ছিল মূল্যবান,
হুতাশনে আজি হবে সমাধান।
চক্রাকারে তথা যত যাদবী।

পরিস্নাত দেহ, বিলোল কুন্তল,
চারু অলঙ্কারে অঙ্গ ঝলমল ,
সীমন্তে সিন্দূর, কজ্জল নয়নে,
গলে ফুলমালা, অলক্ত চরণে ,
স্ফুরদ লাবণ্যতেজে দীপ্ত কায় ,
চক্ষে দিব্য জ্যোতি খেলিয়া বেড়ায় ;

স্বামী বন্ধু পাশে দাঁড়াইয়া স্থির,
ফুলশয্যা কিরে আজি যাদবীর ?
দেবকন্যা সবে নহে মানবী !

তবে আগুসরি' রাওলমহিষী
কহিতে লাগিলা সকলে সম্ভাষি',—
"আজি সুপ্রভাত ; কত পুণ্য ফলে,
সাঙ্গি' ধূলা খেলা এই ধরাতলে,
অবিরত সুখে, যথা পুণ্যবতী
পতি সহ করে নিয়ত বসতি,
যাইব তথায় মনের আমোদে।"
এত বলি,' সতী, নমি' পতিপদে,
বক্ষ পাতি' দিলা সহাস্য মুখে।
তবে মল্লরাজ দৃঢ় মুষ্টি করে
তুলি' তরবার, কহে স্পষ্ট স্বরে,—
"আজি যদুকুলে হইবে প্রলয় ;
যাও চলি', সতি, অমর আলয় ;
রণরঙ্গে তুষি' দুরন্ত যবনে,
আসিতেছি মোরা সত্বর গমনে।"
নিমিষের মাঝে খর তরবার
সতীর হৃদয় করিল বিদার ;
রক্তউৎস ছুটে কোমল বুকে !

তুলি' সতীদেহ নির্ব্বিকার চিতে,
নিক্ষেপ করিলা জলন্ত অগ্নিতে!
হ'ল জয় ধ্বনি, দিগন্ত প্রসারি।
ভীম দৃশ্য এবে নয়নে নেহারি ;—
শত শত দেহ, অসিঘাতে হত,
জলন্ত আগুণে পড়ি'ছে নিয়ত ;
বিলম্ব না সহি' কতবা কামিনী
আগুণে পরাণ সঁপিলা আপনি ;
অপার্থিব ভাবে সবে মাতিল!

হীরা, মণি, মুক্তা, স্বর্ণ অলঙ্কার,
যেখানে যা' কিছু আছিল যাহার ;
গুগ্‌গুল, চন্দন, কুঙ্কুম, কস্তুরী,
ধান্য, যব, তিল, ঘৃত ভূরি ভূরি,
বস্ত্র বহু মূল্য, শয্যা অগণন,
বিকট গরাসে গ্রাসে হুতাশন!
উঠে ধূম রাশি গগন ছাইয়া ;
হুঙ্কারে আগুন ধরা কাঁপাইয়া ;
অনলে নগর আজি ছাইল!

আগুণে আহুতি দিয়া, মল্লরাজ
কহে উচ্চৈঃস্বরে,—"নাহি সহে ব্যাজ ;

করেছি বিচ্ছিন্ন ধরার বন্ধন ;
যবন সংগ্রামে কর আয়োজন ;
না দেখা'বে দয়া যবন পামরে ;
যবন দয়াতে জীবন যে ধরে,
সে পাপিষ্ঠ, ভীরু, ম্লেচ্ছক্রীত দাস ;
কোটিকল্প তার নরকেতে বাস।
রাজপুত ! সবে সাজ মরণে !"

পীতবাস সবে পরিল তখন ;
বস্ত্রে সর্ব্ব দেহ করে আচ্ছাদন ;
শিরে বাঁধে মৌলী, গলে শালগ্রাম ;
ইষ্টদেবে করে উদ্দেশে প্রণাম ;
ভাই বন্ধু সনে করে কোলাকুলি ;
শিরে তুলি' লয় দ্বিজ পদধূলি।
তবে মল্লরাজ, করে তরবার,
করিলা আদেশ খুলিতে দুয়ার,
অনল স্ফুলিঙ্গ ছুটে নয়নে!

হইলে গগন দ্বার অনর্গল,
মেঘ হ'তে বেগে ছুটে যথা জল ;
অথবা প্রাবৃটে যথা স্রোতোবারি
ভাঙিয়া জাঙাল ছুটয়ে হুঙ্কারি' ;

যাদব নিকর যশোপুরী হ'তে
ছুটিল, উন্মত্ত, অবিরল স্রোতে !
খুলি' তরবার, "হর" "হর" রবে,
ভেটিল যবনে ভীষণ আহবে ;
জীবনের বাঞ্ছা নাহি অন্তরে।

বিষম সমর ;—শত্রু অগণন,
সার্দ্ধ ত্রিসহস্র যাদব নন্দন !
কিন্তু রাজপুত খর অসিঘাতে
(ঝড়ে তরু, যথা, পড়ে শতে শতে,)
পড়িল যবন ; যাদব মরিল ;
রক্তে রণভূমে স্রোত বহি গেল !
অস্তাচলে যবে চলিলা তপন,
না ফিরিল পুরে বহু একজন ;
চলি' গেছে সবে সুরনগরে !

সম্পূর্ণ।